এইচ-এন-সি-প্রোডাকসন্স- এর নিবেদন

ইন্দ্রানী

অচিন্ত্য সেনগুপ্তের উপন্যাস অবলম্বনে

10-10-58

কাহিনী

শালবনীর আকাশ-বাতাস যার জয়ধ্বনিতে মুখর, তার নাম — সুদর্শন দত্ত। ইতিহাসে এম,এ। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। স্মরণাতীত এককালে, নটরাজের জটাজাল থেকে জাহ্নবীধারাকে মুক্ত করে এনেছিলেন যিনি অমর্ত্য লোক থেকে মর্ত্যলোকে, তাঁর নাম ভগীরথ। সেই পুরাণের কাল বুঝি আজও পুরানো হয় নি। না হলে শালবনীর রৌদ্ররুক্ষ মাটিতে পাথরের বুক বিদীর্ন করে করুণাধারাকে কেমন করে বয়ে নিয়ে আসে এই বিংশশতাব্দীতে এক যুবক — কোন যাদুমন্ত্রে? সেই মন্ত্র যিনি তার কানে দিয়েছিলেন - তিনি হলেন মাষ্টারমশায় — শালবনীতে এই কলোনী যার মনুষ্যত্বের বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু শুধু মন্ত্রে কি কোনও কাজ হয়?....না নিশ্চয়ই তারও পেছনে কাজ করে কোনও সঞ্জীবনী। কে সে? শালবনীর লোকজন অবাক হয়ে ভাবে, ভেবে কুলকিনারা পায় না।

ভেবে কুলকিনারা পায় না — ইতিহাসের এম,এ তে প্রথম শ্রেনীর প্রথম সুদর্শন দত্ত। স্বপ্নের মত মনে হয় আগাগোড়া ব্যাপারটা। এই তো সেদিন ——

চরিত্র-চিত্রণে

সুচিত্রা • উত্তম

ছবি • পাহাড়ী • চন্দ্রাবতী
নমিতা • তপতি • অপর্ণা
তুলসী চক্রবর্তী • বিমান
গঙ্গাপদ • গীতা • জীবেন
তরুণকুমার • পঞ্চানন
শ্যাম লাহা • সাধনা
শ্যামলী • • • কেতকী
বাবুয়া • বিভূ • অলক

সম্পর্কে বোন
জয়ন্তীর মারফৎ
পরিচয় ইন্দ্রাণীর
সঙ্গে। বাষ্প থেকে যেমন
মেঘ — মেঘ জমতে না
জমতে যেমন জল —
তেমনি পরিচয় থেকে দেখতে
না দেখতে প্রণয়- তার পর
একদিন পরিনয়। ইন্দ্রাণীর
ব্রাহ্মণ পিতা রাজীব লোচন
মেয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ
করেও বিবাহে বাধা দিতে ব্যর্থ হ'লেন।
বিবাহে যোগ দিল না পাত্র পক্ষের কেউ।
কিন্তু তাতে বন্ধ হ'ল না শুভ কাজ।
বিবাহের পর অসহ্য হয়ে
উঠলো সুদর্শনের বাড়ী ইন্দ্রাণীর পক্ষে। অসহ্য
হ'ল দুটি কারণে। এক — সুদর্শন উপার্জনহীন।
দুই - স্ত্রীর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই কারণে
ইন্দ্রাণীর উপর সুদর্শনের বাড়ীর লোকের বিপুল বিতৃষ্ণা।
দিনাজপুরের এক স্কুলে সহকারী হেডমিস্ট্রেসের কাজ
নিয়ে ইন্দ্রাণী স্বামীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস
নেবে ভেবেছিল। কিন্তু তা হোল না।
হোল না ভাল মানুষ সুদর্শনের বাস্তব
জ্ঞানের অভাবে। ইন্দ্রাণী ডুবে
গেল কাজে — সুদর্শন ডুবে
গেল অকর্মন্যতার
অতলে ইন্দ্রাণী ভুলে
গেল সুদর্শনকে;
সুদর্শন তা পারলো
না। ইন্দ্রাণীর অবজ্ঞা
সে সইতে পারলো
না — বাড়ীর

অবজ্ঞা অনায়াসে উপেক্ষা করেছিলে সে। সুদর্শন কাজের সন্ধানে গেল কলকাতায়। সেখানে মাষ্টার মশায়ের কাজের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বদলে গেল সুদর্শন। ইন্দ্রাণীর উপেক্ষা ঘৃতে আহুতি দিয়েছিল। শালবনীতে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললো এই জীবন-ভগীরথ। সে খবর একদিন ইন্দ্রাণীর ঘরে, ভ্রমর এসে গুন গুনিয়ে শুনিয়ে যেতেই চমকে উঠলো আত্মবিস্মৃত অহল্যা। প্রাণ সঞ্চার হ'লো অভিশপ্তা পাষাণীর অঙ্গে। ফুলে উঠলো তার বুক। মাথা স্পর্শ করল আকাশ। ইন্দ্রাণী নয় সে — আজ সে রাজেন্দ্রাণী।

পড়ে রইলো ইন্দ্রাণীর সাধের স্কুল। কী তার আকর্ষণ থাকতে পারে এমন দিনে আর? সুদর্শন ভেবে কুলকিনারা পায় না। শালবনীর রৌদ্রক্লিষ্ট বুকে পাথর কেটে সে বয়ে এনেছে করুণাধারা। কিন্তু তার নিজেরে হৃদয়? শুষ্কনিরস মরুভূমিতে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে, হয় ত বসে আছে সুদর্শন — কার পদধ্বনির প্রতীক্ষায়।

ইন্দ্রাণী — সে কী আসবে? কবে? .... কোন শুভক্ষণে?

কণ্ঠসংগীতে · হেমন্ত মুখার্জী · গীতা দত্ত(রায়) · মহম্মদ রফী

গান*

১ ॥ ঝনক ঝনক কনক কাঁকন বাজে,
নতুন নতুন কুঁড়ি ফোটে লাজে।
এবার আমায় জাগিয়ে দাও,
বাঁশীতে সুর লাগিয়ে দাও
কিসের সাড়া পেলাম জানি না যে।
তোমার কুহুর ঘুম ভাঙ্গানো শিসে,
আমার গানের সুর ঝরানো
কুজন যাবে মিশে।
হৃদয় আমার দুলিয়ে দাও,
গোপন ছোঁয়ায় ভুলিয়ে দাও —
নতুন আলো ছড়াও প্রাণের মাঝে ॥ —গৌরীপ্রসন্ন

২ ॥ সুন্দর জানোনাকি তুমি কে আমি কার
সুন্দর শোননি কি আমি কার তুমি কে ?
আমায় দিয়েছ ওগো তোমায় পাবার অধিকার,
সব দিতে পারি শুধু দেবনা গো এই অহঙ্কার—
সে ত' ভিখারিণীর প্রেম অলঙ্কার।
যদি নিশ্বাসে বাঁচে দেহ
দেহ বাঁচে প্রেমে,
কেন তুমি বিনা সে নিশাস
যায় না গো থেমে।
তুমি ছাড়া সুন্দর কি আছে গো তোমায় দেবার,
তোমারে তোমায় দেব বল ওগো কি যাবে আমার —
সে ত' ভিখারিণীর প্রেম অলঙ্কার। —গৌরীপ্রসন্ন

৩ ॥ দূরের তুমি আজ কাছের তুমি হ'লে,
ফুরালো দিন গোনা মিলন হ'ল বলে।
এই যে দিন গোনা
আর তো শুনবোনা
একাকী আনমনা মাধবী আঁখি খোলে ॥
পলাশ-কুমকুমে মধুপ গুঞ্জরে
পিয়াল মউবনে এ মন মুঞ্জরে—
পাখীরা সারা বেলা বাঁশীতে সুরতোলে।
জীবন ভ'রে দিলে সহসা আজ এসে
এ আমি অনুরাগে তোমাতে আজ মেশে
তাই কী দুটি চোখে রঙীন খুসী দোলে ॥ —গৌরীপ্রসন্ন

৪ ॥ সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক বেশ ত',
গোধূলীর রঙে হবে এ ধরণী স্বপ্নের দেশ ত'।
তারপর পৃথিবীতে আঁধারের ধূপছায়া নামবেই,
মৌমাছি ফিরে গেলে জানি তার গুঞ্জন থামবেই।
সে আঁধার নামুক না গুঞ্জন থামুক না —
কানে তবু রবে তার রেশ ত'।

তারপর সারারাত দুজনেই একা একা ভাবব,
হৃদয়ের লিপিকাতে কে যেন লিখেছে এক কাব্য।
জোনাকীরা দীপ জ্বেলে আমাদের সাথে রাত জাগবেই,
দুটি প্রাণে চুপে চুপে নতুন সে সুর এক লাগবেই।
জোনাকিরা জাগুক না প্রাণে সুর লাগুক না—
পাওয়াতে চাওয়ার হবে শেষ ত'। —গৌরীপ্রসন্ন

৫ ॥ সবহি কুছ্ লুটাকর হুয়ে হম্ তুম্হারে
কি হায় জিৎ উস্কি যো দিল্ আজ হারে ॥

ইয়ে খোয়াসা চন্দা ইয়ে বাহ্কে সে তারে
তো ফির কিঁউ না মচ্লে আরমাঁ হমারে ॥
মহব্বৎসে খো যা কিসিকা তো হো যা
ফল্কসে জমি তক হুয়ে ইয়ে ইসারে ॥

হাঁয় চুপচাপ্ ওভি হাঁয় খামোশ হম্ভি
খুলে যারহে হাঁয় মগর রাজ সারে ॥
ও রঙীন দুনিয়া ও খোয়াবো কি দুনিয়া
সিমট্ কর কে বাহোঁমে আয়ি হমারে ॥ —শৈলেন্দ্র

৬ ॥ নীড় ছোট ক্ষতি নেই আকাশ ত' বড়,
হে মন-বলাকা মোর অজানার আহ্বানে
চঞ্চল পাখা মেলে ধর।
চাঁদের আখরে ঐ আকাশের গায়,
যেন আলোক লেখনী তব
প্রেমের কবিতা লিখে যায়—
সুদূর পিয়াসী পাখা কাঁপে থরথর।

মেঘ রোদ সব বাধা পার হ'য়ে যাও,
তব ঐ দুটি ভীরু চোখে
ভুবনেরে নাও ভ'রে নাও,
তাই দিয়ে আপনারে সুন্দর কর। —গৌরীপ্রসন্ন

৭ ॥ তৃষ্ণাতে বুক ফাটে কান্দেরে ফটিকজল,
কান্দেরে এই মাটি কান্দেরে আকাশতল।
ভাং কপাল চাপা পাথরটারে
ভাং সর্ব্বনাশা দৈত্যটারে।
ভাং কপাট ভাং বিষাদ ভাংরে ভয় জিত সোওয়ার
ভাং আঁধার অন্তরে আন ডেকে আলোর জোয়ার।
ভাংরে কঠোর হাতে বজ্রহানি,
ভাংরে অলস সুখ ঘুমের গ্লানি।
সম্মুখে ঘুম ভাঙ্গা ঐ রাঙ্গা নতুন দিন
শক্তিরে চিনবো আজ সাধব ভাই যা কঠিন।
অশ্রু নয় কান্না নয় সম্মুখে সূর্য্যোদয়,
অন্ধকার বন্দভার ঘুচল আজ নাইরে ভয়।
বহ্নিতে দগ্ধ প্রাণ আজ হ'ল স্বর্ণময়,
অশ্রু নয় কান্না নয় সম্মুখে সূর্য্যোদয়। —গৌরীপ্রসন্ন

* গানগুলির সর্ব স্বত্ব এইচ-এন-সি প্রোডাকসন্স কর্ত্তৃক সংরক্ষিত।

এইচ-এন-সি প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

ইন্দ্রাণী

● প্রযোজনায়ঃঃশ্রীহরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়॥

কাহিনীঃঃঅচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত ॥ চিত্রনাট্যঃঃ নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়॥
পরিচালনায়ঃঃ নীরেন লাহিড়ী । সংগীত-পরিচালনাঃঃ নচিকেতা ঘোষ॥
চলচ্চিত্রায়ণে ঃঃ বিশু চক্রবর্তী ॥ শব্দানুলেখনে ঃঃ দেবেশ ঘোষ॥
শিল্প-নির্দেশক ঃঃ কার্তিক বসু ॥ চিত্র-সম্পাদনায়ঃঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়॥
সংগীতানুলেখনেঃঃ মিনু কাতরাক (বম্বে) ॥ ব্যবস্থাপনায়ঃঃ সুখেন চক্রবর্তী॥
॥ গীতিকারঃঃ গৌরীপ্রসন্ন॥

সহযোগিতায়—

পরিচালনায় ঃঃ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ রাম বিহারী সিংহ॥
চলচ্চিত্রায়ণে ঃঃ কে-এ-রেজা॥ নির্মল মল্লিক ॥ সৌম্যেন ॥ কেষ্ট॥
শব্দানুলেখনেঃঃ জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ সম্পাদনায় অরবিন্দ॥
সংগীতে ঃঃ জয়ন্ত শেঠ ॥ ব্যবস্থাপনায় ঃঃ সুবল শীল॥
শিল্প-নির্দেশনায় ঃঃ সুবোধ লাল দাস
রূপ-সজ্জায় ঃঃ মনতোষ ॥ পঞ্চু ॥ পরেশ॥ পট-শিল্পেঃঃ রামচন্দ্র সিন্ধে॥
স্থির-চিত্রে ঃঃ এড্না-লরেঞ্জ ॥ প্রচার-সজ্জা-পরিবেশনে ঃঃ কলাবিদ॥
প্রচার-পরিচালনায় ঃঃ সুধীরেন্দ্র সান্যাল ॥

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিয়ো-তে
আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে বানীবদ্ধ॥
ইন্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত॥

• আগামী আকর্ষণ •
সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত
এইচ-এন-সি
প্রোডাকসন্স-এর
প্রোডাকসন্ নম্বর ছয়।

HNC PRODUCTIONS

পরিবেশনায়ঃঃ চিত্র-পরিবেশক প্রাঃ লিঃ

৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীটঃঃ কলিকাতা-১৩ হইতে এইচ-এন-সি প্রোডাকসন্স-এর পক্ষে সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত॥ ধর্মতলা স্ট্রীটঃঃ কলিকাতা-১৩: ইনল্যাণ্ড প্রেস হইতে মুদ্রাঙ্কিত॥